International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-III, November 2014, Page No. 44-48
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট ও জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতের একটি সমীক্ষা

সুমন ব্যানার্জ্জী
গবেষক দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The śabdapramāṇa constitutes the subject matter of an animated discussion, and different schools of Indian philosophy spend substantial energy in giving a treatment to the hotly contested issue. While the Cārvāka tries to comprehend the śabdapramāṇa under the first and foremost source of pratyakṣa, the Buddhist thinkers find out the points in regard to which the śabdapramāṇa meets on a common platform with that of anumāna . The Vaiśesika's position is somewhat peculiar. The position of the Vaiśesika is peculiar in the sense that in spite of admitting śabda as a pramāna they refuse to give it an independent status but included it within another pramāna. The Naiyāyika shows a challenge to all these positions and by demolishing the view points of the opponents establishes that śabda as distinct from the common sources of pratyakṣa and anumāna is a profound verity. In this paper I would like to present just the Navya Naiyāyikacharya jayanta vatta and Jagadīśa Tarkalankars treatment on this subject.

Key words: ***Naiyāyika, pramāna, anumāna, Vaiśesika, śabda***

বাক্য হল শব্দ সমষ্টি বা শব্দগুচ্ছ। আবার বাক্য মাত্রই শব্দাত্মক। শব্দ হল ভাবের আদান প্রদানের মূল হাতিয়ার। একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে, শব্দজালে বিদ্ধ না হয়ে ভাবের আদান-প্রদান একেবারে অসম্ভব। তবে একথাও ঠিক যে, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারিত শব্দ ছাড়াও মূক ব্যাক্তির হস্তচেষ্টাদি থেকে ভাবের আদান -প্রদান সিদ্ধ হয়, তবে তার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। এহেন শব্দের আলোচনা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। শব্দের আলোচনা ভারতীয় দর্শনে বহুমুখী। বলা যেতে পারে বহুমূখী শব্দতত্ব ভারতীয় দর্শনে বহুরূপে আলোচিত হয়েছে। যেমন ভারতীয় দর্শনের অন্যতম দর্শন সম্প্রদায় মীমাংসা দর্শন শব্দকে দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করেছে, কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন শব্দকে গুণ বলেছে। দ্রব্য ও গুণ রূপে শব্দের আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রমান রূপে শব্দের আলোচনাও ভারতীয় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে আছে। ন্যায়, সাংখ্য, যোগ বেদান্ত মীমাংসা দর্শন শব্দকে যথার্থ জ্ঞানের উৎস প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছে, কিন্তু চার্বাক, বৌদ্ধ, ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় শব্দকে শব্দকে পৃথক প্রমাণের স্বীকৃতি দেয়নি। চার্বাক গণ শব্দকে প্রত্যক্ষের অর্ন্তগত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন বৈশেষিকাচার্য এ বিষয়ে চার্বাক মত হিসাবে জানলে তবে বাক্যার্থজ্ঞানের সত্যতা অনুমিত হয়। সুতরাং বাক্যার্থ জ্ঞানটি অনুমেয় নয়। জয়ন্তভট্টের ন্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার ও এক বিস্তৃত যুক্তিজালের মাধ্যমে শব্দ প্রমানের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার কর্তৃক শব্দের অতিরিক্ত প্রামান্য প্রতিষ্ঠা----- নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর শব্দশক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থে শব্দের অতিরিক্ত প্রামান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শাব্দবোধ মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ শাব্দবোধ অনুমিতি, এই দুইটি মতের খন্ডন করেছেন। নৈয়ায়িক জগদীশ শাব্দবোধ প্রত্যক্ষ নয় একথা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রকারন্তের উপস্থিত পদার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে থাকে, কিন্তু শাব্দবোধ স্থলে সেই অর্থে সাকাঙ্খ (আকাঙ্খা,যোগ্যতা,ও সন্নিধি বিশিষ্ট) পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ যুক্ত পদার্থ শাব্দবোধের বিষয় হয় না। তাঁর মতে শাব্দবোধ যদি মানস প্রত্যক্ষ হত তাহলে "গৌরস্তি" এরূপ বাক্য শোনার পর অনুমানাদির দ্বারা কোন অপর একটি পদার্থ যেখানে জ্ঞানের বিষয় হয়েছে সেখানে সেই অপর পদার্থ (ঘটাদি,পটাদি) ঐ শাব্দবোধের বিষয় হতে পারত কিন্তু তা হয় না। "গৌরস্তি" ইত্যাদি বাক্য শোনার পর "অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো" – এই রূপে ঐ প্রকার পদার্থ শাব্দবোধের বিষয় হয়ে থাকে। কিন্তু শাব্দবোধ যদি প্রত্যক্ষ বিষয় হত তাহলে "গৌরস্তি" ইত্যাদি বাক্য শোনার পর "অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো" এই রূপ বোধের ন্যায় "অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো" এই প্রকার মানস প্রত্যক্ষ হতে পারত। কিন্তু উক্ত স্থলে ঐ মানস প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং শব্দ মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ নয়, তা মানস প্রত্যক্ষ থেকে ভিন্ন।[৭]

"শাব্দবোধ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূক্ত নয়" তা প্রমাণ করার পর জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর উক্ত গ্রন্থে শাব্দবোধ যে অনুমিতির ও অর্ন্তভূক্ত হতে পারে না তা প্রতিষ্ঠা করেন। বৈশেষিকগণ স্বীকার করলে ও তাঁকে অনুমান প্রমাণের অর্ন্তভূক্ত করেছেন। অর্থাৎ

শব্দ থেকে শাব্দবোধ উৎপন্ন হলেও তা অতিরিক্ত প্রমা নয়। শব্দকে পক্ষ করে অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ক অনুমিতি হয়। অথবা অর্থকে পক্ষ করে সংসর্গবত্ত্বের অনুমিতি হয়। এই ভাবে অনুমিতির কারণ রূপে শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। সুতরাং শব্দ অনুমান থেকে অতিরিক্ত প্রমাণ নয় বলে শাব্দবোধের ও অতিরিক্ত প্রামান্য স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়।[৮]

শাব্দবোধ যে অনুমিতি নয় তা প্রমাণ করতে জগদীশ তর্কালঙ্কার যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাহল- শাব্দবোধ কখনো কখনো নির-বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু অনুমিতি কখনো নির-বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।[৯] জগদীশ উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বলেছেন "ঘটাদন্য" এরূপ বাক্য প্রয়োগ করলে "ঘটভেদ বিশিষ্ট" এরূপ শাব্দবোধ হয় একথা সকলেই স্বীকার করেন। "ঘটাদন্য" এরূপ বাক্য প্রয়োগ স্থলে পটাদি পদার্থ ঐ বোধের (ঘটভেদ বিশিষ্ট) বিশেষ্য হলেও পটাত্বাদিরূপে তা জ্ঞানের বিষয় হয় না। কারণ, পটাদি পদার্থে উপস্থাপক কোন শব্দ ঐ বাক্যে নাই সুতরাং "ঘটাদ্ অন্য "- ঐ বাক্যে জন্য যে শাব্দবোধ থাকে তাকে নির-বিচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক শাব্দবোধ বলে। "ঘটাদন্য" এই বাক্যের অর্থ (ঘটভেদ বিশিষ্ট) বিশেষণ হওয়ায় এখানে বিশেষ্য বাচক পটাদি পদ অধ্যাহার করতে হয়। যে ধর্ম রূপে যে পদার্থ কোন পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় সেই ধর্ম রূপে সেই পদার্থই শাব্দবোধের বিষয় থাকে। "ঘটাদন্য" এই বাক্যে 'পট' পদ নেই। সুতরাং এখানে পটত্বাদি রূপে পটাদি পদার্থ কোন ভাবেই উপস্থিত হতে পারছে না। এবং তাই পটত্বাদি রূপে পটাদি পদার্থ ও শাব্দবোধের বিষয় হতে পারছে না। পটত্বাদি ধর্মকে বাদ দিয়ে কেবল পটাদি পদার্থই শাব্দবোধের বিষয় হয়েছে। এই পটাদি পদার্থবিষয়ক শাব্দবোধে পটত্ব রূপ ধর্মের দ্বারা পটপদার্থ অবিচ্ছিন্ন না হওয়ায় এই বোধ নিরিবিচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক শাব্দবোধই হবে।[১০] কিন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে এইররূপ হয় না, অনুমিতি কখনো নিরবিছিন্ন বিশেষ্যতাক হয় না অর্থাৎ অনুমিতির বিশেষ্য সবসময় বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হবেই, যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান" এরূপ অনুমিতিতে পর্বত বিশেষ্য, বহ্নি বিশেষ্যণ, এবং পর্ব্বতত্ব বিশেষ্যতাবচ্ছেদক। এই স্থলে পর্বতত্বরূপে পর্বতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান হওয়ায় পর্বতত্ব রূপেই পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়। কেবল বহ্নিমান এই রূপ অনুমিতি কারো কখনো হয় না সুতরাং এই রূপ সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে "ঘটাদন্য" এই পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক শাব্দবোধ অনুমানের দ্বারা কোন মতেই নির্ব্বাহ করা যায় না। কারণ যেমন 'বহ্নিমান' এরূপ অনুমিতি হতে পারে না অনুসরণ করলেও সাধারণ ভাবে বৈশেষিক দার্শনিকগণ শব্দকে অনুমান প্রমানের অন্তর্ভূক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১] বৌদ্ধগণ এইসকল বৈশেষিক দার্শনিকদের সাথে সহমত প্রকাশ করেছেন। চার্বাক, বৌদ্ধ, ও বৈশেষিক সম্প্রদায় শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমান রূপে স্বীকার করলেও, শব্দ প্রমাণের বিরূদ্ধে এই সকল সম্প্রদায়ের যুক্তি শৈলী ভিন্ন ভিন্ন। আবার জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত সম্প্রদায় শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকার করলেও তার অর্থ এই নয় যে, শব্দ প্রমাণের স্বরূপ সম্বন্ধে এই সকল সম্প্রদায় একমত। যাই হোক ভারতীয় দর্শনে শব্দ সর্ম্পকিত আলোচনা বহুমুখী। তবে যে কোন শব্দই ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ রূপে স্বীকৃতি পায়নি বা প্রমাণের মর্য্যাদা পায়নি। ভারতীয় দর্শনে যারা শব্দকে যথার্থ জ্ঞানের উৎস হিসাবে বা স্বতন্ত্র প্রমান রূপে মেনেছেন তারাই শুধুমাত্র সেই শব্দের প্রামান্যই মেনেছেন যেগুলি আপ্তব্যাক্তি কর্তৃক উক্ত।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সমানতন্ত্র হিসাবে পরিচিত। কিন্তু উক্ত দুটি দর্শন সম্প্রদায় সমানতন্ত্র হিসাবে পরিচিত হলেও একথা বলা যায় যে শব্দ সম্পর্কিত আলোচনা দুটি দর্শনে অভিন্ন ভাবে করা হয়নি। ন্যায় দর্শন শব্দের জ্ঞান গত বৈধতা প্রামান্য স্বীকার করে নিয়ে শব্দের অতিরিক্ত প্রামান্যে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্যদিকে বৈশেষিক দর্শন শব্দ যথার্থ জ্ঞানের জনক হতে পারে – এই মতে বিশ্বাসী হয়ে ও শব্দের অতিরিক্ত প্রামান্যে আস্থা রাখে নি বা শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমানের স্বীকৃতি দেননি। বৈশেষিক দার্শনিকগণ একথা স্বীকার করেন যে শব্দ শুনে আমাদের যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা উৎপন্ন হয়, কিন্তু একথা স্বীকার করেন না যে ঐ প্রমার কারণ হিসাবে শব্দপ্রমাণ মানতে হবে। শব্দ শুনে যে যথার্থ প্রমা উৎপন্ন হয় তা সময় বিশেষে প্রত্যক্ষ প্রমার অন্তর্ভূক্ত, সময় বিশেষে প্রত্যক্ষ প্রমার অর্ন্তভূক্ত সময় বিশেষে অনুমিতির অর্ন্তভূক্ত। বৈশেষিক মতে শব্দকে পক্ষ করে অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ক অনুমিতি হয়। অর্থাৎ শব্দজন্য যে শব্দার্থের জ্ঞান হয় তা অনুমিতি বিশেষ,[২] এই হল বৈশেষিক মত। 'শব্দ অতিরিক্ত প্রমাণ নয়' – তা অনুমানের অর্ন্তভূক্ত বৈশেষিক আচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্তটি মহর্ষি গৌতম, ভাষ্যকার বাৎসায়ন প্রমুখ প্রাচীন নৈয়ায়িকের দ্বারা যেমন খন্ডিত হয়েছে তেমনি খন্ডিত হয়েছে বিশ্বনাথ, উদয়নাচার্য, জয়ন্তভট্ট, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রমূখ মূখ্য নৈয়ায়িকের দ্বারাও। আমার এই নিবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল এ প্রসঙ্গে জয়ন্তভট্ট ও জগদীশ তর্কালঙ্কারের মত পর্যালোচনা করা।

জয়ন্তভট্ট তাঁর ন্যায় মঞ্জরী গ্রন্থে শব্দের অতিরিক্ত প্রামান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে "শব্দ অতিরিক্ত প্রমাণ নয়"- এই মতে যারা বিশ্বাসী তাঁদের বক্তব্য প্রথমে উপস্থাপন[৩] করে পরে তাঁর খন্ডন[৪] করেছেন।

জয়ন্তভট্ট কর্তৃক পূর্বপক্ষ উপস্থাপনঃ

অনুমান ও শব্দ পৃথক প্রমাণ নয়, কারণ অনুমান ও শব্দ উভয়েই পরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান দেয়। অর্থাৎ উভয়ের পরোক্ষ বিষয়তা তূল্য। অনুমান প্রমান থেকে যে অনুমিতি হয় সেই অনুমিতির বিষয় যেমন পরোক্ষ তেমনি শব্দ প্রমাণ থেকে যে শাব্দবোধ হয় তার বিষয় ও পরোক্ষ।

আবার অনুমিতি যেমন সম্বন্ধ ভিত্তিক, শাব্দবোধ ঠিক সেই রকমই সম্বন্ধ ভিত্তিক। অর্থাৎ অনুমিতি ও শাব্দবোধ উভয়ই সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে। অনুমান প্রমাণের ক্ষেত্রে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি বহ্নির সঙ্গে ধুমের সম্বন্ধ জ্ঞান, অর্থাৎ ব্যাপ্তি জ্ঞান কে অপেক্ষা করে, ঠিক তেমনি শাব্দবোধে ও পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান অপেক্ষিত হয়ে থাকে। অনুমিতির ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকলে অনুমিতি হয় না, অন্য দিগে অনুরূপ ভাবে শাব্দবোধের ক্ষেত্রেও পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকলে শাব্দবোধ সম্ভব হয় না। অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্য ও হেতুর বিষয় গুলি অনন্ত বলে তাদের সম্বন্ধজ্ঞান যেমন

অত্যন্ত কঠিন, সেইরূপ শব্দ ও অর্থ অনন্ত বলে তাদের সম্বন্ধ জ্ঞানও কঠিন। অনুমিতিতে যেমন হেতু জ্ঞানে অন্বয়-ব্যাতিরেক থাকে, অনুরুপভাবে শাব্দবোধের ক্ষেত্রেও শব্দও অর্থের অন্বয়-ব্যাতিরেক থাকে। অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য রূপে ধূমের জ্ঞান থাকলে অনুমিতি হয়- এইরূপে হেতু জ্ঞানে অন্বয় আছে, আবার বহ্নি ব্যাপ্য রূপে ধূমের জ্ঞান না থাকলে অনুমিতি হয় না- এইভাবে হেতু জ্ঞানে ব্যাতিরেক আছে। অনুরূপ ভাবে যে শব্দ যে অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সেই শব্দের জ্ঞান থেকে সেই অর্থের জ্ঞান হয়- এইভাবে শব্দে অন্বয় আছে। আবার যে শব্দ যে অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় সেই শব্দ থেকে সেই অর্থের জ্ঞান হয় না- এইভাবে শব্দের ব্যাতিরেক ও আছে।[৫]

কাজেই, অনুমিতির বিষয় ও শাব্দবোধের বিষয় অভিন্ন। আবার অনুমিতির সামগ্রী ও শাব্দ বোধের সামগ্রীও অভিন্ন। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, শাব্দবোধ ও অনুমিতি ভিন্ন নয়।

তাছাড়া অনুমিতি ও শাব্দবোধ উভয়ই ভ্রমাত্মক হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কুয়াশাকে ধূম বলে ভেবে নিয়ে পর্বতে বহ্নির অনুমান করে থাকি। ফলে সেই অনুমান ভ্রমানুমিতির জনক হয়ে থাকে ঠিক তেমনি অনেক সময় শব্দ থেকে যে শাব্দবোধ হয় তা ভ্রমাত্মক হয়ে থাকে। এদিক থেকে শাব্দবোধ ও অনুমিতির তুল্যতা থাকায় বলা যেতে পারে শাব্দবোধ অনুমিতির অন্তর্ভূক্ত।

শব্দ থেকে কোন কোন স্থলে পতিভাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হলেও এ শব্দটি আপ্ত বাক্য, এইরূপ আপ্ত বাক্যত্ব হেতুর দ্বারা সেই শব্দ থেকে নিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। একারনেই অনেক শব্দের আপ্ত বাক্যের অবিসম্বাদিত্ব সামান্য থেকে অনুমিত্যাত্মক শাব্দবোধ বশতঃ শব্দকে অনুমান বলে থাকেন।

ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট "শব্দ একটি অতিরিক্ত প্রমান"- এই মত প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত মত খন্ডন করেছেন।

জয়ন্তভট্ট কর্তৃক পূর্বপক্ষ খন্ডনঃ জয়ন্তভট্টের মতে অনুমানের ক্ষেত্রে যেরূপ সাধ্য ও হেতুর সম্বন্ধজ্ঞান পূর্বক সাধ্যের জ্ঞান হয়ে থাকে, বাক্যে সেরূপ বাক্য ও বাক্যার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান থাকে না। তাঁর মতে পদ থেকে পদার্থের যে জ্ঞান হয় তা পদ ও পদার্থের জ্ঞান সাপেক্ষ একথা সত্য, কিন্তু তা সত্বেও একথা বলা যায় যে পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানটি লিঙ্গরূপে শাব্দবোধের কারণ হয় না। কিন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পদার্থ লিঙ্গরূপে অনুমিতির করণ হয়। এই প্রকারের শব্দ ও অনুমানের সামগ্রীর ভেদ তথা কারণের ভেদ দেখা যায়। আবার শব্দ ও অনুমানের মধ্যে বিষয়ের ভেদ ও লক্ষ্য করা যায়। শব্দের বিষয় হচ্ছে পদ সমুচ্চয়ের অন্বয় সম্বন্ধ, অন্যদিকে অনুমানের বিষয় হচ্ছে সাধ্যবত্তা। এরূপে কারণ সামগ্রী এবং বিষয় এই দুইয়েরই ভেদ থাকায় শব্দ অনুমান থাকে ভিন্ন। অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি নামক এক ভিন্ন সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ থাকে, যা ভিন্ন কারন রূপে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধে কারণ রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের অপর নাম 'সময়'। সুতরাং লিঙ্গ ও লিঙ্গী অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের অবিনাভাব নামক সম্বন্ধ থেকে ভিন্ন যে বাচ্য-বাচক ভাব সম্বন্ধ তা শব্দর্থের জ্ঞানের অঙ্গ। সর্বোপরী শব্দ ও অনুমানের সামগ্রীর ও ভেদ আছে পক্ষধর্মের সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে অনুমান হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দে পক্ষধর্মতা নাই। সুতরাং শব্দ যখন পক্ষই হতে পারে না, তখন পক্ষের ধর্মের রূপে গন্যই হতে পারে না। পুনরায় অর্থ ও ধর্মী বা পক্ষ হতে পারে না , যেহেতু সে স্থলে ও সিদ্ধি এবং অসিদ্ধির বিকল্প দেখা যাবে। শব্দকে অর্থের ধর্ম ও বলা যায় না, যেহেতু অর্থ শব্দে থাকে না।[৬]

জয়ন্তভট্টের মতে কোন কোন পূর্বপক্ষী মনে করেছেন আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদরূপ সামান্য থেকে অর্থ অনুমেয়, ফলে শব্দটিও অনুমান। তাদের বক্তব্য হল এই যে গামানয় ইত্যাদি বাক্য গবানয়ন রূপ অর্থ বাচক। যেহেতু এই বাক্যটিতে আপ্ত বাক্যের অবিসম্বাদিত আছে। যে বাক্যটিতে আপ্ত বাক্যে অবিসম্বাদ জাতীয় এই বাক্যটি যথার্থ অর্থের বাচক- এই ভাবে শব্দের দ্বারা অর্থের অনুমান হয়।

উক্ত আপত্তিটি জয়ন্তভট্ট খন্ডন করতে গিয়ে বলেছেন- অনুমান এবং শব্দ প্রমানের ভেদ বিষয়গত। তাঁর মতে আপ্তবাক্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দার্থ জ্ঞানের প্রামান্য সাধিত হয়, কিন্তু আপ্ত বাক্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এ প্রসঙ্গে কুমারিল ভট্টের মত উল্লেখ করে বলতে পারি - আপ্ত বাক্যত্ব হেতুক সত্যত্বটি ভিন্ন এবং বাক্যের অর্থতি ভিন্ন, একথা জানা যায়। বাক্যার্থের জ্ঞান পূর্বেই হয়। তারপর বাক্যটিকে আপ্তের বাক্য তেমনি কেবল "ঘটভেদ বিশিষ্ট" এরূপ অনুমিতি হতে পারে না। অনুমিতি সবসময় কোন না কোন পক্ষেই হয়ে থাকে বলে 'পর্ব্বতোবহ্নিমান' প্রভৃতি বাক্যে পক্ষ (বিশেষ্য) পদের উল্লেখ থাকায় তো আনুমিতিতে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক পর্ব্বতত্বাদির দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হবেই। কিন্তু পূর্বোক্ত "ঘটাদন্য" এই বাক্য থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক শাব্দবোধ (ঘটভেদ বিশিষ্ট) সর্বজন স্বীকৃত। যেসব দর্শন সম্প্রদায় শাব্দবোধকে অনুমিতি বলেন সেইসব দর্শন সম্প্রদায় অনুমানের দ্বারা কোন মতেই উক্ত রূপ দোষ নির্বাহ করতে পারেন না। সুতরাং শাব্দবোধ অনুমিতি নয়, অনুমান থেকে স্বতন্ত্র প্রমান।[১১]

শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র বিষয়ে নব্যনৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট ও জগদীশ তর্কালঙ্কারের মত সমীক্ষা করে আমরা দেখি তাঁরা বিশেষ বিচারপূর্বক 'শব্দ অনুমান প্রমানের অন্তর্গত'- এই বৈশেষিক মত খন্ডন করে 'শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ'- এই ন্যায় মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের মতে শব্দ শ্রবণের পর পদস্খলন জন্য যে পদার্থ গুলির জ্ঞান জন্মে তা শাব্দবোধ নয়। সকল পদার্থ বিষয়ক সমূহালম্বন স্মৃতির পরে ঐ পদার্থ গুলির জ্ঞান জন্মে তা শাব্দবোধ নয়। সকল পদার্থ বিষয়ক সমূহালম্বন স্মৃতির পরে ঐ পদার্থ গুলির যে পরস্পর সম্বন্ধবোধ জন্মে তাই অন্বয়বোধ নামক শাব্দবোধ। যেমন "গৌরস্তি"- এই জাতীয় বাক্য শুনার পর অস্তিত্ব এবং গো প্রভৃতি পদার্থ বোধ শাব্দবোধ নয়। অস্তিত্বের সঙ্গে গো পদার্থের যে সম্বন্ধ বোধ অর্থাৎ "অস্তিত্ববিশিষ্ট গো" - এই রূপ যে চরম বোধ তাই সেখানে অন্বয়বোধ। এই প্রকার অন্বয়বোধই শাব্দবোধ যা অনুমিতি হতে পারে না। এই অন্বয়বোধ বা বিশিষ্ট অনুভূতির করণ রূপে শব্দ প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য। শাব্দবোধের বিশিষ্ট করণের দ্বারা অনুমিত্যাক বোধের জন্ম হয় না, শব্দ ও

অর্থের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই কিন্তু ব্যাপ্তি নির্ব্বাহক সম্বন্ধ ব্যতীত অনুমিতি সম্ভব হয় না, এদিক থেকেও শাব্দবোধ অনুমিতি নয়। ন্যায় মতে শব্দ ও অর্থের বাচ্য বাচক ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ কোন মতেই প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নয়। কারণ শব্দ ও বিভিন্ন স্থলে থাকলেও তাতে ঐ বাচ্য-বাচক ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নির্বাহক সম্বন্ধ হতে পারে না। শাব্দবোধ অনুমিতি, শব্দ অনুমান প্রমাণ, শব্দ অনুমান অতিরিক্ত প্রমাণ নয়- একথা বলা যায় না। সুতরাং শব্দ একটি অতিরিক্ত প্রমাণ একথাই স্বীকার্য।

সূত্রনির্দেশ:

১) "শব্দাদীনম্ অপি অনুমানে অর্ন্তভাবঃ সমানবিধিত্বাৎ।" পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ, প্রশস্তপাদ, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল সম্পাদিত বৈশেষিক দর্শন পৃষ্ঠা- ৪৮।
২) শব্দার্থ সম্বন্ধসমীক্ষা, গঙ্গাধর কর, পৃষ্ঠা -৫৫।
৩) ন্যায়মঞ্জরী, জয়ন্তভট্ট, এডিটেড বাই জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৩২৭-২৮।
৪) ন্যায়মঞ্জরী, জয়ন্তভট্ট, এডিটেড বাই জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৩২৭-২৮।
৫) শাব্দবোধে ব্যুপত্তিবাদ প্রসঙ্গ, নীলিমা মন্ডল, পৃষ্ঠা- ৩০।
৬) শাব্দবোধে ব্যুপত্তিবাদ প্রসঙ্গ, নীলিমা মন্ডল, পৃষ্ঠা- ৩৫।
৭) শব্দশক্তি প্রকাশিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুসূধন ন্যায়চার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ২০।
৮) শাব্দবোধে ব্যুপত্তিবাদ প্রসঙ্গ, নীলিমা মন্ডল, পৃষ্ঠা- ৪-৫।
৯) শব্দশক্তি প্রকাশিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুসূধন ন্যায়চার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৪৯।
১০) শব্দশক্তি প্রকাশিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুসূধন ন্যায়চার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৫০-৫১।
১১) শব্দশক্তি প্রকাশিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুসূধন ন্যায়চার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৫০-৫১।

গ্রন্থঋণ:

১) কর, গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।
২) ঘোষ, দীপক কুমার, ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৩।
৩) ঘোষ, রঘুনাথ ও ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী, ভাস্বতী, শব্দার্থ বিচার (সম্পাদনা), এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫।
৫) জাগদীশী, জগদীশ তর্কালঙ্কার। সোমনাথ উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারাস ১৯৮০ ।
৬) তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, ন্যায়পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ২য় সংস্করণ ১৯৮৬।
৭) তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা, অন্নমভট্ট : ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স , ১৯৯৬। :
৮) নারায়ণচন্দ্র গোস্বামি কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ ১৪১০ বঙ্গাব্দ।
৯) দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা চিরায়ত প্রকাশন ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
১০) ন্যায়সূত্র (গৌতমসূত্র) ও বাৎসায়ান ভাষ্যসহ, ফণিভুষন তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ (১ম, ২য়, ৩য়, খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১ম খন্ড তয় সংস্করণ ২০০৩, ২য় ও ৩য় খন্ড ২য় সংস্করণ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।
১১) ন্যায়মঞ্জরী, জয়ন্তভট্ট, সূর্যনারায়ণ শুক্ল কর্তৃক সম্পাদিত,চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ১৯৭১।
১২) ভাষা পরিচ্ছেদ, বিশ্বনাথ ন্যায়পনঞ্চানন: গোপালচন্দ্র মুখপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত , বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০ : পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
১৩) ভট্টাচার্য, উমেশ্চন্দ্র, ভারত দর্শনসার, বিশ্বভারতী,১৪১১ বঙ্গাব্দ।
১৪) ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকুমার, শব্দার্থতত্ত্ব সদেশ, ২০০৮।
১৫) ভট্টাচার্য,রবীন্দ্রকুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৮।
১৫) মন্ডল, নীলিমা, শাব্দবোধ ব্যূপত্তীবাদ প্রসঙ্গ শরৎবুক ডিস্ট্রিবিউটার্স ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
১৬) মন্ডল প্রদ্যোত কুমার: ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাব্লিশার্স, ২০১০।
: বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাব্লিশার্স, ২০০৪।
১৭) শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়চার্য কৃত বঙ্গানুবাদ সহ,সংস্কৃত কলেজ, ১ম খণ্ড ১৯৮০ ও ২য় খণ্ড ১৯৮১ ।
১৮) Das Karunsindhu, A Paninian Approch To Philoshopy Of Language, Sanskrit pustok Bhander 1980.
১৯) Encyclopedia Of Indian Philosophy, Edited By Coward, Harold. G & Raja,K. Kunjunni, Motilal Banarsi Dass, 1990.

২০) Matilal, B.K. Epistemology, Logic & Grammar in Indian Philosophical Analysis: The Hague, Paris, 1971.
: Logic Language And Reality, Motilal Banarsi Dass, 1985.
: The Word and The World, Oxford University Press, 1990.
২১) Sastri, G. : A study in dialectics of Sphota, Motilal Banarsi Dass, Delhi, 1980.
: The Philosophy of Word and meaning, Sanskrit College, Kolkata, 1959.

***